বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া

'আয-যিক্‌র ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ্‌ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্‌'
গ্রন্থের অনুবাদ

মূল (আরবি):
শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহ্‌তানি رحمه الله

অনুবাদ:
শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

মাকতাবাতুল
বায়ান

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করার জন্য। আর মানুষের এ দাসত্বের মনোভাব ফুটে ওঠে দুআর মধ্য দিয়ে। তাই নবি ﷺ বলেছেন, "দুআই হলো ইবাদাত।" (বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭১৪) দুআ মুমিনের হাতিয়ার—প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার অবলম্বন। দুআ মুমিন-জীবনে আল্লাহ তাআলার অনুপম উপহার। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন—আমরা তাঁকে ডাকলে, তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। (দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মু'মিন ৪০:৬০) দুআর শক্তি অপরিসীম; কেবল দুআ-ই পারে তাকদীর বা ভাগ্যের লিখনকে পর্যন্ত বদলে দিতে! (তিরমিযি, ২১৩৯)

'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া' গ্রন্থটি শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্তানি ﷺ-এর *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থের অনুবাদ। এ গ্রন্থেরই অংশবিশেষ নিয়ে লেখক তাঁর হিস্নুল মুসলিম নামক সুপরিচিত পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন। দুআর বই হিসেবে হিস্নুল মুসলিম এক অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন জীবনের দুআগুলো সেখানে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া, আকারে ছোটো হওয়ায় তা বহন করাও সহজ। কিন্তু যে-কোনও ছোটো বইয়ের একটি সাধারণ সমস্যা হলো, তাতে একটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে না। দুআর বইয়ের ক্ষেত্রে এ কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ দুআগুলো নেওয়া হয় নবি ﷺ-এর হাদীস থেকে, আর হাদীস-গ্রন্থ-অধ্যয়নে-অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাদীসগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত, অন্যান্য হাদীসের সহযোগিতা ছাড়া যার প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয় না; এমতাবস্থায় যদি দুআটিকে সংশ্লিষ্ট হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়, তখন নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন—তা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তাই, বাংলা ভাষায় আমরা এমন একটি দুআর বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, যেখানে বিশুদ্ধ হাদীসের বিবরণীতে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল দুআ প্রসঙ্গ-সহ তুলে ধরা হবে, যাতে সহজে বোঝা যায়—নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন। আমাদের বিবেচনায়, এ দিক থেকে সর্বোত্তম বই হলো শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্তানি ﷺ-এর *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থটি।

আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্ গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ রয়েছে: একটি বিস্তৃত, অপরটি সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত সংস্করণটি প্রকাশ করেছে রিয়াদের মুআস্সাসাতুল জারীসি, যেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯৫ (চৌদ্দ শ পঁচানব্বই)। সংক্ষিপ্ত

সংস্করণেরও শিরোনাম একই, তবে সেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ১৮০ (এক শ আশি), কারণ তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুআর প্রেক্ষাপট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী বাদ পড়েছে। *'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া'* শীর্ষক গ্রন্থটি হলো *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থের বিস্তৃত সংস্করণের অনুবাদ।

এ অনুবাদের মূল হিসেবে ব্যবহৃত মুআস্সাসাতুল জারীসি'র বিস্তৃত সংস্করণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. এ সংস্করণে শুধু দুআটুকু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং প্রত্যেকটি দুআ যে-হাদীসে আছে তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন—নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন।

২. দুআর মর্মকথা ও প্রকারভেদ, দুআর মহত্ত্ব, দুআ কবুলের শর্ত, যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, দুআ করার নিয়মকানুন, দুআ কবুলের সময়, দুআ কবুলের স্থান, নবি-রাসূলগণের ডাকে আল্লাহর সাড়া, যাদের দুআ কবুল হয়, ও মানুষের জীবনে দুআর গুরুত্ব—ইত্যাদি জরুরি বিষয়ের বিশদ পর্যালোচনা এ সংস্করণে তুলে ধরা হয়েছে, যার অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাদ পড়েছে।

৩. প্রত্যেকটি হাদীসের তাখ্রীজ (উৎস-নির্দেশ) করতে গিয়ে পাদটীকায় অসংখ্য হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অনুবাদের সময় সেসব গ্রন্থের এক-দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. হাদীসের তাহ্কীক (মূল্যমান নির্ধারণ) এত বিস্তৃত পরিসরে করা হয়েছে যে, প্রায় প্রতিটি হাদীসের পর পাদটীকা যুক্ত করা হয়েছে ছয়-সাত পৃষ্ঠা পর্যন্ত। হাদীসের মূল্যমান নির্ধারণে মুহাদ্দিসদের এত দীর্ঘ চুলচেরা বিশ্লেষণ অনুবাদ-পাঠকদের জন্য খুব বেশি উপযোগী নয় বিধায়, অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের অনুসিদ্ধান্ত এক-দু শব্দে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. রুক্ইয়া অংশে কুরআন-সুন্নাহ'য় উল্লেখকৃত চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর ন্যায় অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (গ্রন্থের শেষভাগে 'মানসিক রোগব্যাধির চিকিৎসা'-অংশে দেওয়া পঁচিশ দফা পরামর্শ দ্রষ্টব্য।)

'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া' শীর্ষক সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এ অনুবাদ-গ্রন্থে একসঙ্গে তিনটি বিষয় স্থান পেয়েছে: যিকর, দুআ ও রুক্ইয়া। পাঠকবর্গ যেন দুআ-সংক্রান্ত বই বিভিন্ন জায়গায় অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারেন এবং সব সময় সঙ্গে রাখতে পারেন—এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা অচিরেই এ গ্রন্থটিকে 'যিকর (হিস্নুল মুসলিম)', 'দুআ' ও 'রুক্ইয়া' শিরোনামে তিনটি ছোটো আকারের পুস্তিকা প্রকাশ করব, ইন শা আল্লাহ।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি

প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়া-মাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

আসুন, রাসূল ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করি, তাঁকে ডাকি এবং যে-কোনও প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলি; তিনি সর্বশ্রোতা ও বান্দার ডাকে সাড়া দিতে সদাপ্রস্তুত।

রবের রহমত প্রত্যাশী
জিয়াউর রহমান মুন্সী
jiarht@gmail.com
২৯ মহররম ১৪৪১ হিজরি

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আমাদের ব্যক্তিসত্তার অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথ ভুলিয়ে দিতে পারে না; আর তিনি যাকে পথ ভুলিয়ে দেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই; আমি (আরও) সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ ও সাহাবিদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন!

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন (তাঁর) গোলামি করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার গোলামি করবে। আমি তাদের কাছে কোনও রিয্ক চাই না, কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিয্কদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬–৫৮)

গোলামির একটি বড় ধরন হলো 'দুআ'। নবি ﷺ বলেছেন, "দুআই ইবাদাত।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনান:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেছেন: আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির/ আল-মুমিন ৪০:৬০)[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭১৪, সহীহ।

بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আর আমার বান্দারা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তা হলে তাদের বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দিই, কাজেই তাদের উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা। (একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও) হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৮৬)

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব; আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৫২)

প্রত্যেক সৃষ্টিই—স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়—আল্লাহর সামনে নত হয়ে আছে; প্রত্যেকেই আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে চলছে, তাদের প্রশংসার ধরন কেবল আল্লাহ তাআলাই জানেন। আল্লাহ বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

"তুমি কি দেখো না—মহাকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে এবং যে-পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তারা সবাই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে? প্রত্যেকেই জানে তার সালাত আদায় ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা-কিছু করে আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আন-নূর ২৪:৪১)

আল্লাহ তাআলা (আরও) বলেন:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَـٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

"তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে সব জিনিসই। এমন কোনও জিনিস নেই, যা তাঁর প্রশংসা-সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা-কীর্তন বুঝতে পারো না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-ইসরা/ বানী ইসরাঈল ১৭:৪৪)

নবি ﷺ বলেন, "আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি, যা আমাকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর আগে সালাম দিত; আমি সেটিকে এখনও শনাক্ত করতে পারব।"[১] তা ছাড়া, নবি ﷺ-এর যুগে আল্লাহ তাআলা সাহাবিদেরকে খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ (প্রশংসা-পাঠ) শুনিয়েছেন:

[১] মুসলিম, ২২৭৭।

"খাবার খাওয়ার সময় আমরা খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ শুনতে পেতাম।"[১]

যিকর, যিকরের মহত্ত্ব ও দুআর ব্যাপারে বিদ্বানগণ বহু উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রটিকে অবহেলিত অবস্থায় ফেলে না রেখে, তারা এ বিষয়ে বিপুল-সংখ্যক গ্রন্থ লিখেছেন; এসব গ্রন্থকারদের শীর্ষে রয়েছেন ইমাম নববি, তার (কিতাবুল আয্কার শীর্ষক) গ্রন্থটি এ বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী বই, এ গ্রন্থের ব্যাপারে বলা হতো, "ঘরবাড়ি বিক্রি করে হলেও 'কিতাবুল আযকার' কেনো।"

যিকর-সংক্রান্ত কয়েকটি বই মনোযোগ-সহকারে পড়ার পর, আমার মনে ইচ্ছা জাগে—সেসব গ্রন্থ থেকে সহজ যিকর ও দুআ বিষয়ক সহীহ ও হাসান হাদীসগুলো একত্র করে, হাদীসের মূল গ্রন্থাবলির কোথায় কোথায় সেগুলো রয়েছে তা উল্লেখ করে দেবো; এর সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ করে দেবো হাদীসের গ্রন্থাবলিতে প্রাপ্ত অন্যান্য যিকর; আর এ গ্রন্থটিকে সাজানো হবে 'যিকর', 'দুআ' ও 'রুক্ইয়া'—এ তিন ভাগে।

এ গ্রন্থে আমি সেসব যিকর, দুআ ও রুক্ইয়া সংকলন করে দিয়েছি, যা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; যেসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ এ আমলগুলো করতেন, সেসব ক্ষেত্রে এ আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে থাকা আবশ্যক।

গ্রন্থটির বিন্যাস নিম্নরূপ:

(প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে—) কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত যিকর ও এর মহত্ত্ব এবং ইসলামের অত্যাবশ্যক ফরজ-ওয়াজিব বাদে, একজন মুসলিমের জীবনে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পরবর্তী রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেসব দুআ পাঠ করা জরুরি; এর মধ্যে রয়েছে সকাল-সন্ধ্যার যিকর, ঘুম থেকে জেগে ওঠা, ঘরে ঢুকা ও সেখান থেকে বের হওয়া ও অন্যান্য সময়ের যিকর ও দুআ।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে—দুআ কবুলের শর্তাবলি, যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, দুআর শিষ্টাচার, দুআ কবুলের সময়, অবস্থা ও জায়গা এবং দুআ কবুলের কারণসমূহ।

এরপর তুলে ধরা হয়েছে এমন কিছু লোকের নমুনা, যাদের দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

এরপর দুআর প্রতি নবি-রাসূলগণের গুরুত্বারোপ, দুআর গুরুত্ব ও মানুষের জীবনে দুআর অবস্থান—এসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এরপর পেশ করা হয়েছে কুরআনে উল্লেখকৃত দুআসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ, হোক তা নবি-রাসূলগণের দুআ কিংবা সৎলোকদের দুআ।

তারপর নবি ﷺ-এর সেসব দুআ তুলে ধরা হয়েছে, যা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে

[১] এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ। বুখারি, ৩৫৭৯।

সংশ্লিষ্ট নয়।

এ-সবগুলোর পর রুক্‌ইয়া-ভিত্তিক চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত; এর মধ্যে রয়েছে—জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার আগের ও পরের চিকিৎসা, বদনজর বা কুদৃষ্টি লাগার আগের ও পরের চিকিৎসা, যেসব কার্যকারণ অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়, জিনে-ধরা মানুষের চিকিৎসা, মানসিক রোগের চিকিৎসা, আঘাত ও ক্ষতের চিকিৎসা, মুসিবত, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, বিপর্যয়, উদ্বেগ, আতঙ্ক ও ক্রোধের চিকিৎসা, কালিজিরা, মধু ও জমজমের পানি দিয়ে চিকিৎসা এবং আত্মিক রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি।

এ গ্রন্থে উল্লেখকৃত সকল হাদীসের তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি; আর এ কাজে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি শাইখ আলবানি, শাইখ আবদুল কাদির আরনাঊত, শাইখ শুআইব আরনাঊত ও আমাদের শিক্ষক ইমাম আবদুল আযীয ইবনু আব্‌দিল্লাহ ইবনি বায এর তাখ্‌রীজ (উৎস-নির্দেশ) থেকে। আল্লাহ তাদের সবাইকে সুরক্ষিত রাখুন ও উত্তম প্রতিদান দিন, এবং আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে তাদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন!

আমি এ গ্রন্থটির নাম দিয়েছি *'আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্'।*

আল্লাহ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম ও সমুন্নত গুণাবলির ওসীলায় তাঁর কাছে চাই—তিনি যেন আমার কাজকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেন, এ জ্ঞান থেকে যেন আমার জীবদ্দশায় ও আমার মৃত্যুর পর আমাকে উপকৃত করেন, এবং এ জ্ঞান যাদের কাছে পৌঁছুবে তাদেরকে যেন তা থেকে উপকৃত করেন। তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক আর এসব করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই। আল্লাহ কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত রহমত ও বরকত নাযিল করুন আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, সাহাবিগণ ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

লেখক

সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্‌তানি

১৪০৬ হিজরির সূচনালগ্ন।

শক্তিশালী উপায়, অন্যতম উপকারী ঔষধ; এটি বিপদ-মুসিবতের শত্রু; এটি বিপদ প্রতিরোধ ও উপশম করে, মুসিবত ঠেকিয়ে রাখে ও অপসারণ করে; আর বিপদ-মুসিবত একান্ত এসে গেলে, দুআ সেটিকে সহজ করে দেয়; দুআ হলো মুমিনের মোক্ষম হাতিয়ার। দুআর সঙ্গে বিপদ-মুসিবতের সম্পর্ক তিন ধরনের:

১. দুআ মুসিবতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, এ ক্ষেত্রে এটি তা প্রতিরোধ করে;

২. যখন দুআ মুসিবতের চেয়ে দুর্বল হয়, তখন উভয়ের মধ্যে লড়াই হওয়ার পরই কেবল ব্যক্তিকে তা স্পর্শ করে, আর ততক্ষণে মুসিবত অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে;

৩. দুটিই সমান শক্তিশালী, ফলে উভয়ের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে, আর তাতে ব্যক্তি থাকে নিরাপদ।

[৩৯৩] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-মুসিবত এসে গিয়েছে, আর যা এখনও আসেনি—উভয়টির ক্ষেত্রেই দুআ অত্যন্ত উপকারী; সুতরাং আল্লাহর বান্দারা, তোমরা দুআকে আঁকড়ে ধরো।" '[১]

[৩৯৪] সালমান ফারিসি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কেবল দুআই পারে তাকদীরের লিখন বদলে দিতে আর কেবল সদাচরণই পারে আয়ু বৃদ্ধি করতে।" '[২]

তৃতীয় অধ্যায়: দুআ কবুলের শর্ত ও যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না

দুআ ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হলো অস্ত্রের মতো—যার কার্যকারিতা নির্ভর করে অস্ত্র-চালনাকারীর উপর, নিছক অস্ত্রের ধারের উপর নয়। যখন অস্ত্র হবে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত, বাহু হবে শক্তিশালী আর প্রতিবন্ধকতা থাকবে অনুপস্থিত, সেখানেই অস্ত্র দিয়ে শত্রুর উপর মোক্ষম আঘাত হানা সম্ভব; আর যেখানে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনও একটির কমতি থাকবে, সেখানে অস্ত্রের প্রভাবও থাকবে কম। তাই, দুআ যদি নিজেই অক্ষম হয়, অথবা দুআকারী যদি তার অন্তর ও জিহ্বাকে একাত্ম করতে না পারে, কিংবা যদি দুআ কবুলের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকে—তা হলে দুআর কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।[৩] দুআ কবুল হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আছে আর কী কী জিনিস দুআ কবুলের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে—তা পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

দুআ কবুলের শর্তাবলি

আভিধানিকভাবে শর্ত মানে নিদর্শন বা আলামত। পারিভাষিকভাবে, শর্ত হলো এমন বিষয় যার অনুপস্থিতিতে একটি বস্তুকে নেই বলে মনে করা হয়। দুআ কবুলের জন্য সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো:

---

[১] তিরমিযি, ৩৫৪৮, গরীব।

[২] তিরমিযি, ২১৩৯, হাসান গরীব।

[৩] ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, ৩৬, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

প্রথম শর্ত: ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

অর্থাৎ দুআ ও আমলকে সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা, পুরোটাই একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া, তাতে কোনও শির্ক না থাকা, মানুষকে দেখানো বা শোনানোর বিষয় না থাকা, ভঙ্গুর বস্তু না চাওয়া, তাতে কোনও ভণ্ডামি না থাকা, বরং বান্দা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে সাওয়াব প্রত্যাশা করবে, তাঁর শাস্তিকে ভয় পাবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠবে।

ইখলাসের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর মহিমান্বিত গ্রন্থে বলেন—

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

"তাদের বলে দাও—আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম হচ্ছে, প্রত্যেক ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখো এবং নিজের দ্বীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে নিয়ে তাঁকেই ডাকো। যেভাবে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আবার সৃষ্টি করা হবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৯)

فَادْعُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

"দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফিরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।" (সূরা গাফির ৪০:১৪)

أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

"সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে, (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদাত করি শুধু এই কারণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিলো। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও হক অস্বীকারকারী।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৩)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনও হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দ্বীন।" (সূরা আল-বাইয়িনাহ্ ৯৮:৫)

[৩৯৫] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর পেছনে। তখন তিনি বলেন, "এই ছেলে! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি: আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তিনি তোমাকে সুরক্ষা দেবেন; আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তা হলে তুমি তাঁকে পাবে তোমার প্রতি মনোনিবেশকারী হিসেবে; কিছু চাইলে, আল্লাহর কাছে চেয়ো; আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ো। ভালো করে জেনে রেখো—সবাই মিলে তোমার কোনও কল্যাণ করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; আবার সবাই মিলে তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর সহীফাগুলো(র কালি) শুকিয়ে গিয়েছে!" '[১]

আল্লাহর কাছে চাওয়ার মানে তাঁর কাছে দুআ করা ও তাঁর কাছে আকুতি পেশ করা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"আর যা-কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশি দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষা করো না। যা-কিছু পুরুষেরা উপার্জন করেছে, তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। আর যা-কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে, তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের জন্য দুআ করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:৩২)

দ্বিতীয় শর্ত: শারীআর আনুগত্য

এটি সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রেই শর্ত; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"বলো—আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি ওহি করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ তোমাদের ইলাহ; কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎকাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (সূরা আল-কাহফ ১৮:১১০)

সৎকাজ বলতে ওই কাজকে বোঝানো হয়, যা আল্লাহ তাআলার শারীআর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই দুআ ও আমল উভয়টি হতে হবে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শারীআর মানদণ্ডে

[১] তিরমিযি, ২৫১৬, হাসান সহীহ।

উত্তীর্ণ।[১] তাই, ফুদাইল ইবনু ইয়াদ ﵀ নিচের আয়াতের তাফসীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝٢

"অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে (সমগ্র বিশ্ব-জাহানের) কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-মুলক ৬৭:১–২)

ফুদাইল ﵀ বলেন, 'কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম'-এর মানে কার কাজ অধিক একনিষ্ঠ ও সঠিক। লোকজন বলল, 'আবূ আলি! অধিক একনিষ্ঠ ও সঠিক কাজ কোনটি?' ফুদাইল ﵀ বলেন, "যদি আমল হয় একনিষ্ঠ, কিন্তু তা সঠিক হলো না, তা হলে তা কবুল হবে না; আবার আমল হলো সঠিক, কিন্তু তা একনিষ্ঠ নয়, সেটিও কবুল হবে না; কবুল হওয়ার জন্য তা একনিষ্ঠ ও সঠিক—উভয় মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। একনিষ্ঠ হওয়া মানে বিষয়টি আল্লাহর জন্য হওয়া, আর সঠিক হওয়া মানে সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝١١٠

"বলো—আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি ওহি করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ তোমাদের ইলাহ; কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎকাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (সূরা আল-কাহফ ১৮:১১০)

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝١٢٥

"সেই ব্যক্তির চাইতে ভালো আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে, সৎনীতি অবলম্বন করেছে এবং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? ইবরাহীম-কে তো আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:১২৫)

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ

[১] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৩/১০৯।

الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾

"যে-ব্যক্তি নিজের চেহারা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল, সে যেন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আঁকড়ে ধরল। আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে।" (সূরা লুকমান ৩১:২২)

'চেহারা সমর্পণ করা' মানে ইচ্ছাশক্তি, দুআ ও আমলকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নেওয়া। আর (এ আয়াতে) সৎকর্ম মানে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করা।[১]

তাই, মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো তার সকল কাজে নবি ﷺ-এর অনুসরণ করা; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষী এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

"বলে দাও: 'যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।' তাদের বলো: আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তা হলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালোবাসবেন না, যারা (তাঁর ও তাঁর রাসূলদের) আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।" (সূরা আল ইমরান ৩:৩১–৩২)

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾

"এবং তাঁর অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৫৮)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

"বলো, 'আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের হুকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ

[১] মাদারিজুস সালিকীন, ২/৯০।